Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ৪ আগস্ট, ২০১৫

৩৮ বর্ষ ৩১ সংখ্যা ৩ আগস্ট, ২০১৫, সোমবার, ১৭ শ্রাবণ, ১৪২২

মুখ্যমন্ত্রীর ফতোয়া অগ্রাহ্য ত্রাণে নামলেন মহিলা নেত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২ আগস্ট : মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ ফতোয়াকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে বন্যার্ত শিশুদের হাতে দুধ ও বিস্কুট তুলে দিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী ও মহিলা নেত্রী অঞ্জু কর। আর এই কাজে হাত লাগিয়ে খুশি মনে সহযোগিতা করলেন তৃণমূলেরই এক পঞ্চায়েত সদস্য। ঘটনাটি ঘটেছে ২ আগস্ট কালনা-২নং পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত বড়ধামাস গ্রাম পঞ্চায়েতের ভুরকুণ্ডা গ্রামে।

হাজার হাজার মানুষ ঘর-বাড়ি ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছেন বিভিন্ন ত্রাণশিবিরে। সরকার ত্রাণ দেওয়ার ব্যাপারে মুখেন মারিতং জগৎ হলেও সর্বত্রই ত্রাণের জন্য হাহাকার। পর্যাপ্ত চিড়ে-গুড়, চাল, ত্রিপল কিছুই পাচ্ছেন না বন্যার্ত মানুষরা। বাম নেতা-কর্মীরা ইতিমধ্যেই পূর্বস্থলী, মন্তেশ্বর, কালনা-১, কালনা-২ ব্লকে বিডিওদের স্মারকলিপি জমা দিয়ে ত্রাণের দাবি করেছেন। কৃষকদের ক্ষতিপূরণ ও কৃষি উপকরণ দেওয়ার কথা বলেছেন। যেটুকু সরকারি ত্রাণ পঞ্চায়েতগুলিতে পাঠানো হচ্ছে সেটা নিয়েও দলবাজি করছেন ক্ষতমাসীন দলের কর্মীরা। এই দলবাজি বন্ধ করতে হবে।

এদিন সকালে ভুরকুণ্ডা গ্রামের ত্রাণ শিবিরে যান সি পি আই(এম)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যা অঞ্জু কর ও প্রাক্তন বিধায়ক অঞ্জলি মণ্ডল। ত্রাণ শিবিরে থাকা শিশুদের জন্য তাঁরা বিস্কুট ও শুকনো দুধ নিয়ে যান। শিবিরের শিশুদের মধ্যে তা বিলিও

—এরপর চারের পাতায়

২ সেপ্টেম্বর দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে প্রচার চলছে জেলা জুড়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২ আগস্ট : শ্রম আইন সংস্কারের নামে শ্রমিকদের অধিকার হরণ করার ষড়যন্ত্র রোধ, মূল্যবৃদ্ধি রোধে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ, জমি অধিগ্রহণ বিল বাতিল, শ্রমিকদের ন্যূনতম ১৫ হাজার টাকা বেতন ও সামাজিক সুরক্ষার দাবি সহ ১৫ দফা দাবিতে ২ সেপ্টেম্বর দেশব্যাপী সাধারণ হরতালের ডাক দিয়েছে দেশের সবকটি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও

ফেডারেশনগুলি। এই সাধারণ ধর্মঘটকে সফল করতে ব্যাপক কর্মসূচি নিয়েছে সি আই টি ইউ বর্ধমান জেলা কমিটি। প্রচারপত্র, পোস্টারের মাধ্যমে জনমত সংগ্রহে ইতিমধ্যেই নেমে পড়েছে তারা। চলছে এলাকায়-এলাকায় বিভিন্ন গণ-সংগঠনকে নিয়ে গণ-কনভেনশনের মধ্যে দিয়ে সমাজের বিভিন্ন অংশের ব্যাপকতম মানুষকে যুক্ত করার কাজ। শুধু শ্রমিক ক্ষেতমজুর বা অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষই নয়, সর্বস্তরের মানুষ আক্রান্ত কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতির প্রকোপে। বিভিন্ন অংশের শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত মানুষকে নিয়ে সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে গণ-কনভেশন চলছে। এমনই এক গণ-কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় আজ মেমারি কৃষ্টি প্রেক্ষাগৃহে। কনভেনশনে হাজির ছিলেন ছাত্র-যুব, কৃষক-ক্ষেতমজুর মহিলা সহ সর্বস্তরের মানুষ। সভাপতিত্ব করেন পরেশ দে। উপস্থিত ছিলেন জি.কে শ্রীবাস্তব, শঙ্কর প্রসাদ মান্না প্রমুখ। কেন্দ্র সরকার যে শ্রম আইন প্রণয়ন করছে তাতে শুধু শ্রমিকই নয় সমাজের অন্যান্য অংশের মানুষেরও সর্বনাশ হবে। ফলে দেশের সবকটি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ২ সেপ্টেম্বর সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে এগিয়ে এসেছে—বললেন সি আই টি ইউ বর্ধমান জেলা সাধারণ সম্পাদক বংশগোপাল চৌধুরী।

শ্রী চৌধুরী বলেন, সবদিক থেকে আক্রান্ত হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। বিদ্যুৎ বিলের ফলে গরিব মানুষের পকেটে টান পড়ছে। আদানী-আম্বানীর পকেট ভরছে। নরেন্দ্র মোদির-র সরকার অপরদিকে শ্রমিক শ্রমজীবী মানুষের জন্য কল্যাণমুখী প্রকল্পগুলি গুটিয়ে নিচ্ছে। মূল্যবৃদ্ধি রোধের কোনো পদক্ষেপ নেই। বেকারদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না। ফলে সর্বস্তরের মানুষকে এগিয়ে এসে আন্দোলন গড়ে তুলে ২ সেপ্টেম্বরের সাধারণ ধর্মঘটকে সফল করার জন্য এগিয়ে আসতে হবে।

আগামী ২ সেপ্টেম্বর সারা ভারতব্যাপী হরতালের সপক্ষে আসানসোলের রবীন্দ্রভবনে পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে কয়লা শ্রমিকদের এক কনভেনশন ৩১ জুলাই অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন আই.এন.টি.ইউ.সি, সি.আই.টি.ইউ, এ.আই.টি.ইউ.সি ও ইউ.টি.ইউ.সি-র নেতৃবৃন্দ। জগন্নাথ চৌবে, মধু ব্যানার্জী, জি.এস. ওঝা, বিবেক চৌধুরী, বিক্রম সিং ও আর.সি. শর্মাকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী কনভেনশনের কাজ পরিচালনা করেন। আহ্বায়ক এ.আই.টি.ইউ.সি নেতা রামনাথ সিং কনভেনশনের মূল প্রস্তাবটি পাঠ করে আগামী ২ সেপ্টেম্বর-এর ধর্মঘটে প্রতিটি শ্রমিককে যোগ দেবার আহ্বান জানান। এরপর একে একে প্রতিটি শ্রমিক সংগঠনের দু'জন করে নেতা প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন। সি.আই.টি.ইউ-এর পক্ষে বক্তব্য রাখেন গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জী। কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন সি.আই.টি.ইউ বর্ধমান জেলা সাধারণ সম্পাদক তথা প্রাক্তন সাংসদ বংশগোপাল চৌধুরী।

১ আগস্ট দেশবন্ধু ভবনে এক কনভেনশন হয়। কনভেনশনে আই.এন.টি.ইউ.সি, এ.আই.টি.ইউ.সি, টি.ইউ.সি.সি সহ অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়ন ও গণ-সংগঠনের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। ধর্মঘটকে সফল করার আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সি আই টি ইউ-এর সর্বভারতীয় সম্পাদক তপন সেন, জীবন রায়, পি কে দাস, রানা সরকার (আই.এন.টি.ইউ.সি), আমীর হায়দার (এ.আই.টি.ইউ.সি) ও অনীত মল্লিক (টি.ইউ.সি.সি)। সভাপতিত্ব করেন রথীন রায়।

বন্যা কবলিত মানুষ—সরকারি ত্রাণ অপ্রতুল

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১ আগস্ট : বন্যাকবলিত মানুষকে ত্রাণ দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী লণ্ডন সফর কাটছাঁট করে সরকারি আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করে এক ভয়ঙ্কর নিদান দিলেন। সরকার ছাড়া কেউ ত্রাণ দেবে না। অর্থাৎ শাসকদল এবং সরকারি কর্মীরা ত্রাণ দেবে। এই নিদানেই বিপাকে পড়েছে বন্যাকবলিত মানুষ। ত্রাণসামগ্রী না পাওয়ার অভিযোগে জামালপুরে পথ অবরোধ করলেন সাহাপুর গ্রামের বাসিন্দারা। ৩১ জুলাই পথ অবরোধের খবর ছড়িয়ে পড়াতেই পাশের গ্রাম অমরপুর, কারালাঘাট, আঝাপুর প্রভৃতি গ্রাম থেকে প্রায় পাঁচ হাজার মানুষ জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখান। গত দু'দিন ধরে বন্যার কবলে থাকলেও এক ছটাকও ত্রাণ না পাওয়ার অভিযোগ করেন। এমনকি মাথার ছাউনি হিসাবে ত্রিপলও পায় নি তারা।

কাটোয়ার দাঁইহাটের কয়েকটি গ্রামেও ত্রাণ না পাওয়ার অভিযোগ। সিঙ্গি পঞ্চায়েতেও একই অভিযোগ। ত্রাণ নিয়ে দলবাজি চলছে মেমারিতে। বন্যাকবলিত মানুষ ত্রাণ না পাওয়ার অভিযোগ করেন। জেলা জুড়ে ত্রাণ না পেয়ে বন্যাকবলিত মানুষের ক্ষোভ বাড়ছে।

দ্বিতীয় নিম্নচাপে টানা চার দিন বৃষ্টিপাতে জেলাতে দেড় লক্ষ মানুষ বন্যাকবলিত। বন্যার কবলে পড়ে জেলাতে এ পর্যন্ত পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে। জেলার ২৬ ব্লকের ১৭৩টি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ৬টি পুরসভা বন্যার কবলে। ২৫৮টি ত্রাণশিবির খোলা হয়েছে। প্রতিটি ত্রাণশিবিরেই ত্রাণের অপ্রতুলতা নিয়ে অভিযোগ রয়েছে।

মেমারি থেকে আমাদের সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, মেমারি শহর জুড়ে ত্রাণ নিয়ে বিস্তর অভিযোগ রয়েছে। ক্ষোভ ও উত্তেজনা সৃষ্টি হচ্ছে তৃণমূলের দলীয় কাউন্সিলারের মধ্যেও। ২নং ওয়ার্ডে কাউন্সিলার মামসুরা বেগম-এর স্বামী পুরসভায় ত্রাণের জন্য ত্রিপল চাইতে গেলে তাকে জানানো হয় যে লিস্টে তাদের ওয়ার্ডের নাম নেই। এ নিয়ে পুরপ্রধানের সঙ্গে বচসা হয়। অভিযোগ উঠছে পুরপ্রধান ত্রাণ বন্টন নিয়ে কোনো বৈঠকও করেননি। সি পি আই(এম) কাউন্সিলারদের বলে দেওয়া হয়েছে আর ত্রাণ তাদের জন্যও বরাদ্দ নেই। শহরের গরিব এলাকার মানুষের চরম দুর্ভোগ রয়েছে। মেমারি থানা এলাকার বিস্তীর্ণ গ্রামে আমন ধানের ব্যাপক ক্ষতিও হয়েছে। বীজতলা পচে গেছে। রোয়া ধান ও জলের তলায়।

এ পর্যন্ত গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১০০৫.৩১৬ মিলিমিটার। যা স্বাভাবিকের থেকে ৬০ শতাংশ বেশি। অজয় ও ভাগীরথীর জল বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইছে। দামোদর নদীতে নতুন করে ৬৫ হাজার কিউসেক জল ছাড়ায় নতুন করে নিচু এলাকা প্লাবিত হয়েছে।

অবিরাম বৃষ্টিতে সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে জেলার চাষিরা। পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র শস্যগোলা বর্ধমান জেলাতে এবার আমন চাষ বড়সড় ধাক্কা খাবে। প্রথম নিম্নচাপের অধিক বৃষ্টিপাতে বীজতলা চলে গিয়েছিল জলের তলায়। এবারের বৃষ্টিতে রোয়াজমি এখন জলের তলায়। জেলার অনেকাংশে এখনও রোয়ার কাজও শেষ হয়নি। জলের তলায় জমি চলে যাওয়ায় বীজতলা এবং রোয়াজমি ব্যাপক ক্ষতির মুখে। প্রায় ৬৫ হাজার ২৬১ হেক্টর জমি ক্ষতিগ্রস্ত। জেলাতে রোয়া হয়েছে প্রায় দু'লক্ষ হাজার হেক্টর। প্রথমবার অতি বৃষ্টিতে বীজতলা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় বীজের অপ্রতুলতা দেখা যায়। চাষি সমস্যা মেটাতে আবার বীজতলা তৈরি করে। কয়েকদিন বাদে আবার প্লাবনে বীজতলা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় বীজের অপ্রতুলতা দেখা যায়। চাষি সমস্যা মেটাতে আবার বীজতলা তৈরি করে। কয়েকদিন বাদে আবার প্লাবনে বীজতলা এবং রোয়া গাছ দুটিই ক্ষতির মুখে। টানা বর্ষণে জমি জলের তলায় চলে যাওয়ায় চাষের কাজও থমকে গেছে। ফলে বিপাকে চাষি। বিপাকে ক্ষেতমজুর। কাজ হারিয়েছে ক্ষেতমজুররা। কাঁচা বাড়িও ভেঙে পড়ছে।

সবমিলিয়ে অবিশ্রান্ত ধারায় জেলার মানুষ জলযন্ত্রণা থেকে মুক্তির প্রহর গুনছে।

দক্ষিণবঙ্গ থেকে নিম্নচাপ কেলেনের প্রভাব কমলেও প্রতিবেশি রাজ্য ঝারখণ্ড নিম্নচাপ ও বর্ষণের ফলে বর্ধমান জেলার আউশগ্রাম, মঙ্গলকোট, কেতুগ্রামে বন্যা

—এরপর চারের পাতায়

নতুন চিঠি

৩ আগস্ট, ২০১৫

বন্যাত্রাণে শুধু সরকারই থাকবে, আর কেউ নয়?

ভয়াবহ বন্যায় যখন পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপক অংশ জলের তলায়, লক্ষ লক্ষ মানুষ আশ্রয়হীন, অসহায়—সেই সংকটময় পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গের মহামান্য মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করলেন, সরকার ছাড়া আর কেউ বন্যাত্রাণে নামতে পারবে না। এমন অদ্ভুত ঘোষণা যে একজন সরকার-প্রধানের মুখ থেকে বেরোতে পারে, তা কল্পনা করাই কঠিন। কেননা এই ধরনের পরিস্থিতিতে অন্যান্য দলকে অচ্ছ্যুৎ মনে করলেও অন্তত সমাজসেবী সংগঠনগুলির কাছে তো নিষেধাজ্ঞার বদলে সদর্থক আহ্বান জানানোই স্বাভাবিক। শাসকের নিজের দলের পক্ষেও অন্তত ত্রাণে নেমে পড়াই প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু তা-ও তেমন দেখা গেল না। আসলে এটা তো তোলা আদায় নয়, দেবার ব্যাপার। ১৯৭৮ সালের বন্যায় বামপন্থী দলগুলি যেভাবে বন্যাত্রাণে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিল, আজও তা এক উজ্জ্বল উদাহরণ হয়ে আছে। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য বাম-আমলের বন্যাকে 'ম্যানমেড বন্যা' বলেছিলেন। এবারের বন্যার কৃতিত্ব তাহলে কার? উওম্যান মুখ্যমন্ত্রীর? জলাধার থেকে জল ছাড়লে এখন তো তিনি গর্জে উঠছেন না।

বন্যাপরিস্থিতির মোকাবিলার অজুহাতে মুখ্যমন্ত্রী ইংল্যাণ্ডের ভ্রমণসূচি কেটে পশ্চিমবঙ্গে ফিরে এলেন। দুর্জনেরা অবশ্য বলছে, শিল্প-পুঁজি টানার লক্ষ্যে ইংল্যাণ্ডে গেলেও সেক্ষেত্রে ব্যর্থতা ঢাকতেই বন্যার নাম করে দ্রুত ফিরে আসা। কিন্তু ফিরে নবান্নে রাত জাগলেও সরকারি ত্রাণব্যবস্থা যে প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই অপ্রতুল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আসলে দলমত নির্বিশেষে ব্যাপক মানুষকে ত্রাণকার্যে টেনে আনার পরিবর্তে সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে এই ধরনের পরিস্থিতিকে কাজে লাগাতে গেলে তার কী পরিণাম হতে পারে, এখন তা স্পষ্ট। বন্যাত্রাণ তো আর দলবল নিয়ে জেলায় জেলায় প্রশাসনিক বৈঠক করা নয়। সকলকে নিয়ে কোমর বেঁধে নামা দরকার। মুখ্যমন্ত্রীকেও এখন তাই ঢোক গিলতে হচ্ছে। বেসরকারি সংগঠনগুলি ত্রাণকার্যে এগিয়ে এলেও সরকার এখন আর সরাসরি বাধা দিচ্ছে না। কিন্তু তার নিষেধাজ্ঞার ফলে এর মধ্যেই বন্যা কবলিত ব্যাপক মানুষের যে বিপুল ক্ষতি হয়ে গেল, তার দায়ভার সরকারকেই নিতে হবে।

বিদ্যাসাগরের ১২৫ তম প্রয়াণ দিবস

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতি বর্ধমান জেলা কমিটির উদ্যোগে ২৯ জুলাই বর্ধমান জাগরী ভবনে বিদ্যাসাগরের ১২৫ তম প্রয়াণ দিবস পালন করা হয়। বিদ্যাসাগরের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন সংগঠনের জেলা সভাপতি অধ্যাপক সাইদুল হক, সম্পাদক মিনাক মুখার্জী ও যুগ্ম-সম্পাদক দেবেন্দ্র সাধু এবং অফিসকর্মী সন্তোষ। অনুষ্ঠানে সাইদুল হক বলেন বিদ্যাসাগরের ২০০ তম জন্মবার্ষিকী সামনে রেখে ২০২০ সালের মধ্যে নিরক্ষরতার অভিশাপমুক্ত পশ্চিমবঙ্গ গড়ে তোলার জন্য সংগঠনের কর্মীরা অঙ্গীকার গ্রহণ করেছে।

বস্তিবাসীদের ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, রানিগঞ্জ, ২৯ জুলাই : বৃষ্টির হাত থেকে বস্তিবাসীদের বাঁচানোর উদ্দেশ্যে অবিলম্বে পুরনিগম থেকে ত্রিপল দেওয়া, বিধবা, বার্ধক্যভাতা সঠিক সময়ে প্রদান, রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনার কার্ড পুনর্নবীকরণ ও চিকিৎসার ব্যবস্থা ও গরিব বস্তিবাসীদের গৃহনির্মাণ সহ একাধিক দাবি নিয়ে ২৯ জুলাই বস্তি উন্নয়ন সমিতি রানিগঞ্জ শহর কমিটির পক্ষ থেকে আসানসোল পুরনিগমে ডেপুটেশন দেয়। এদিন পোস্ট অফিস ময়দান থেকে বস্তিবাসীদের এক বিশাল মিছিল পুর অফিসে আসে। মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন সংগঠনের জেলা সভাপতি সুজিত দত্ত, আনন্দ বাউড়ি, অমর বাউড়ি, মাগারাম বাউড়ি প্রমুখ। সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি দাবিসনদ আধিকারিককে দেওয়া হয়।

এক ডজন প্রশ্ন

১. মহারাজ নন্দকুমারকে কবে কোথায় ফাঁসি দেওয়া হয়?
২. নোবেল পুরস্কারের সমতুল্য গণিত বিষয়ে 'আবেল' পুরস্কার কোথা থেকে দেওয়া হয়? এই জর্জ আবেল কবে কোথায় জন্মান?
৩. ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মুজফ্‌ফর আহমদ কবে কোথায় জন্মান? কবে তাঁর মৃত্যু হয়?
৪. স্বাধীনতা সংগ্রামী কৃষক তথা কমিউনিস্ট নেতা হরেকৃষ্ণ কোঙার কবে কোথায় জন্মান? কবে মৃত্যু হয়?
৫. প্রখ্যাত দার্শনিক ফ্রেডারিক এঙ্গেলস কবে প্রয়াত হন? কবে জন্ম?
৬. প্রথম চাঁদে কে পদার্পণ করেন? তাঁর কবে জন্ম হয়? কবে তাঁর মৃত্যু ঘটে?
৭. প্রখ্যাত সাহিত্যিক গী দ্য মোপাসাঁ কবে জন্মান? কবে মৃত্যু হয়েছিল?
৮. বাংলা ভাষায় 'মার্কসবাদী পথ' মাসিক পত্রিকা কবে কোথা হতে প্রকাশিত হয়?
৯. কমিউনিস্ট নেতা, বর্ধমান পুরসভার প্রাক্তন পুরপতি সুরেন মণ্ডল কবে প্রয়াত হন?
১০. বঙ্গভঙ্গ আইন কবে ঘোষিত হয়? কে এই সিদ্ধান্ত নেন?
১১. শ্রীরামকৃষ্ণ দেব বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করতে কবে বাদুরবাগানে যান?
১২. বারকিনা ফাসো কবে স্বাধীন হয়? এই দেশটি কোন মহাদেশে অবস্থিত? রাজধানী কোথায়?

(উত্তর শেষের পাতায়)

শতবর্ষে হরেকৃষ্ণ কোঙার

শিবানন্দ পাল

১৯৩৩ সালের ২০ শে জানুয়ারি বর্ধমানে এক বিশেষ ট্রাইব্যুনাল কোর্টের রায়- "...Therefore aquit the accused of the charge under section 398 IPC. With regard to the Sentence to Death on the accused under section 394 IPC we have the consideration on the one hand that the offence is exceedingly grave one and on the other hand the youth of the accused who is said to be about 17 years of age. Taking both .these circumstances into account we sentence the accured to undergo rigorous imprisonment for six years..." নেহাত ১৮ বছরের কম বয়েস তাই ইংরেজ সরকার ফাঁসির দড়িটা গলায় ঝোলায় নি! ৬ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড।

পরিবারের বড় ছেলে হরেকেষ্ট কোঙার। স্বদেশী ডাকাতি মামলায় অভিযুক্ত হয়ে আন্দামানে দ্বীপান্তরিত হলেন। সেলুলার জেলের দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্দি। ওই সময়ের সমস্ত বন্দিদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ হরেকৃষ্ণ কোঙারের ঠাঁই হল তিন নম্বর ওয়ার্ডে ।

৫ আগস্ট, ২০১৫ তাঁর ১০১তম জন্ম দিন।

আন্দামান জেলে স্বদেশী বিপ্লবী কমিউনিস্ট হিসাবে দেশকে মুক্ত করার 'পথের সন্ধান' শুরু করলেন। ১৯৩৮ সালের ১৮ জানুয়ারি দেশে ফেরার সুযোগ এল। কলকাতায় নিয়ে আসার জন্য তাঁকে জাহাজে তোলা হল। মুক্তি পেলেন ২৭শে মার্চ। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হলেন। কলকাতা ও হাওড়ার শ্রমিক আন্দোলনের সাথে যুক্ত হলেও বিনয় চৌধুরী তাঁকে বর্ধমানে নিয়ে এলেন কৃষক আন্দোলন গড়ার কাজে। ত্রিপুরা ও নোয়াখালি-র পর যুক্তবঙ্গে প্রথম বর্ধমান জেলার হাটগোবিন্দপুরে জেলা কৃষক কমিটির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। কমিউনিস্ট পার্টির জেলা কমিটি গঠিত হয়েছে। কৃষক সমিতির উদ্যোগে বর্ধমানে ক্যানেল কর বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রস্তুতি চলছিল। আন্দোলনে যুক্ত হলেন। হাটগোবিন্দপুর থেকে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল গলসী, বেলকাশ, উড়াগ্রামে। ব্রিটিশ সরকার ক্যানেল কর কমাতে বাধ্য হল।

কৃষকসভার পতাকা নিয়ে হরেকৃষ্ণ কোঙার যাত্রা শুরু করেছিলেন। ১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৫৩ সাল বর্ধমান জেলার কৃষক আন্দোলনের বহুমুখী অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে তিনি প্রাদেশিক কৃষকসভার সম্পাদক নির্বাচিত হলেন ১৯৫৪ সালে। শুরু হয়েছিল বিতর্ক—১৯৫১ সালে তৈরি কমিউনিস্ট পার্টি কর্মসূচির মৌল সিদ্ধান্তগুলো বাস্তব অবস্থার সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না। পশ্চিমবাংলায় শ্রেণীসংগ্রামের প্রবক্তা মুজফফ্‌র আহম্মদ, জ্যোতি বসু, প্রমোদ দাশগুপ্ত, হরেকৃষ্ণ কোঙার। এরই মধ্যে ১৯৫৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে কেরলে অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটল। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে রাজ্য সরকার তৈরি করার প্রথম সুযোগ এল। একই ভাবে পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভায় পার্টি ৪৬ টি আসন পাওয়ায় জ্যোতি বসু বিরোধী নেতা হিসাবে স্বীকৃতি পেলেন। খাদ্যের দাবিতে জেলায় জেলায় ব্যাপক আন্দোলন চলছিল। দেশ স্বাধীন, কমিউনিস্টরা কিন্তু স্বাধীন নয়—তাঁরা স্বাধীনতা সংগ্রামী, বিধায়ক যাই হোন, কমিউনিস্ট মানেই ডাকাত, গুন্ডা জেলবন্দি। অথচ মানুষ তাঁদের নেতৃত্ব চাইছেন বিধানসভার ভিতরে এবং বাইরে। ১৯৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলনের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ পশ্চিমবাংলা ১৯৬৬ সালে খাদ্য ও কেরোসিনের দাবিতে উত্তাল হয়ে উঠলো এবং জনমানসে কংগ্রেসবিরোধী প্রবল ঘৃণা, প্রবল জনবিক্ষোভের মাঝে সাধারণ নির্বাচনে ভারতের জনসাধারণের কাছে নিয়ে এল নতুন বার্তা। পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও ওড়িশায় কংগ্রেসের একচ্ছত্র শাসন ক্ষমতার অবসান ঘটল।

পশ্চিমবঙ্গ এবং কেরলে এবার গঠিত হল যুক্তফ্রন্ট সরকার। ইতিমধ্যে ১৯৬৪ সালে সপ্তম কংগ্রেসে গৃহীত হয়েছে পার্টির নতুন কর্মসূচি, কমিউনিস্ট পার্টি বিভক্ত হয়ে নতুন নাম নিয়েছে। অনেক টানাপোড়েনের মধ্যে বাংলা কংগ্রেস নেতা অজয় মুখার্জির নেতৃত্বে পশ্চিমবাংলায় প্রথম অকংগ্রেসি যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হল। সি পি আই (এম)-এর পক্ষে তিন জন মন্ত্রী হলেন। সরকারের উপমুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু, ভূমি ও ভূমিরাজস্ব দপ্তরের মন্ত্রী হরেকৃষ্ণ কোঙার, উদবাস্তু ত্রাণ ও কারামন্ত্রী নিরঞ্জন সেন।

রাজ্য জুড়ে যুগ যুগ ধরে বঞ্চনা আর অপমানের শিকল ছিঁড়ে গেল। পশ্চিমবাংলার কৃষকদের মধ্যে বেনামি ও খাস জমি দখলের আন্দোলনে জোয়ার তৈরি হল। ১৯৫৩ সালের মে মাসে পশ্চিমবাংলায় জমিদারি আইন পাশ হয়েছিল। আইনে জমির মালিক ৭৫ বিঘা করে জমি হাতে রাখতে পারবেন বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। গ্রামাঞ্চলে তা '৭৫ বিঘার আইন' হিসেবে মানুষের মুখে মুখে প্রচারিত হয়েছিল। সেই আইন এতদিনে লাগু হল। 'ভূমিহীন কৃষকের হাতে জমি চাই'। জমিদার, মজুতদার, মহাজনি শোষণের বিরুদ্ধে গরিব মানুষকে সংগঠিত করার কাজ শুরু হল। যে লড়াইয়ের ফসল পাওয়া গেল যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠার পর ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকারের উত্তরণে। পশ্চিমবাংলায় কংগ্রেসসহ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি এত বড় বিপর্যয় সেদিন সহ্য করতে পারেনি। চক্রান্ত শুরু করেছিল। প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারকে উচ্ছেদ করা হয়েছিল, দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারকে কলকাঠি নেড়ে ভেঙে দেওয়া হয়েছিল এবং বামফ্রন্ট সরকারকে উচ্ছেদ করতে দীর্ঘদিন ধরে বহু কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে।

হরেকৃষ্ণ কোঙার দেখিয়েছিলেন পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায়, সামন্তবাদী শোষণে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী অংশের মধ্যে নতুন নতুন বিন্যাস সমাজ ব্যবস্থায় গ্রামের বিপ্লবী সম্ভাবনাকে দুর্বল করে দেয়। ভূমিসংস্কারের নামে এবং উন্নত কৃষি ব্যবস্থায় কিছুটা মোহ সৃষ্টি হলেও জনগণের উদ্যোগ, কৃষকের সংগঠন ও চেতনার স্তরের উন্নয়ন ও মূল্যায়ন যথাযথ না হলে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি উৎপাদন ব্যবস্থায় নিজেদের সংহত করবার শক্তি সঞ্চয় করে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি আধুনিক আর্থসামাজিক ব্যবস্থায় তাদের সুযোগ আরো সম্প্রসারিত করবার সুযোগ তৈরি করে দেয়। তিনি দেখেছিলেন গ্রামে পুঁজি ও সামন্তবাদ দাঁড়িয়ে আছে মূলত জমির বৃহৎ মালিকানার উপর। তাই তৎকালীন সৃষ্ট কৃষক আন্দোলন জমিকে কেন্দ্র করে সমাজে শিকড় গেড়েছিল। কৃষক সংগঠনের আয়নায় ধর্মাধিকরণের নামে কোর্টের ব্যাভিচারকে এবং দেশের সংবিধান, প্রশাসন যে গরিবের স্বার্থে নয় গরিবরা তা চিহ্নিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। জমিচোর হিন্দু মুসলমান সবাই যেমন ধরা পড়েছিল, তেমনি গরিব হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে উঠে উন্নত চেতনায় শৃঙ্খলাবদ্ধতার পরিচয় দিয়েছিল। শক্তি সমাবেশের পুরনো ভারসাম্য ভেঙে প্রগতির শক্তির উত্থানে সমাজ শক্তিশালী হয়েছিল। 'গ্রামীণ গণতান্ত্রিক ঐক্য'র শ্লোগান সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকেও প্রতিরোধ করে বামফ্রন্ট সরকারকে চোখের মণির মতো রক্ষা করতে শক্তি জুগিয়েছিল।

১৯৬৯ সালের ২১ জুলাই বিধানসভায় ভূমি ও ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী হিসেবে বিধানসভার ভিতরে কংগ্রেস সদস্যদের প্রশ্নের উত্তরে জবাবি ভাষণে তিনি বলেছিলেন, ইংরেজ আমল হতে সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা অনেক চক্রান্ত করেছিল দেশে সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টির জন্য, তার ফলে আমরা দ্বিখন্ডিত হয়েছি, বাংলাদেশে বারে বারে দাঙ্গা হয়েছে। ইংরেজরা ওই খেলা খেলেছিল, দেশের লোক বোঝেনি। আজকে আপনারা যদি ওই খেলা খেলেন তাহলে আমি পরিষ্কারভাবে বলে দেব যে, বাংলার জাগ্রত মুসলমান মানুষ একে সমর্থন করবেন না। আজকে বাংলাদেশের কৃষকরা জেগেছে। যাকে উচ্ছৃঙ্খলতা বলছেন, অনাচার বলছেন, তা উচ্ছৃঙ্খলতা নয়; তা ন্যায়সঙ্গত এবং এইরকম শৃঙ্খলাবদ্ধতার পরিচয় এরা যদি না দিত, আমি কোর্টের মর্যাদা রক্ষা করতে পারতাম না। তাই আমি বলছি, আমি কোর্টের মর্যাদা রক্ষা করতে চাই, কিন্তু কোর্টের নাম করে কোর্টের ব্যাভিচার যারা করছেন তাদের পরিষ্কার বলে দিচ্ছি, তাদের আমি বাধিত করতে পারবো না এবং আমি করবো না!

আজ আমাদের এসব কথা নতুন করে ভাবতে হবে, নতুন করে তাঁর কথা স্মরণ করতে হবে। ১৯৭০ সালের ১৬ মার্চ ষড়যন্ত্রের শিকার দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের পর সীমাহীন সন্ত্রাস ও অপপ্রচারের বিরুদ্ধে ২ এপ্রিল বর্ধমান টাউনহল ময়দানের সভায় দাঁড়িয়ে পার্টি কর্মী-সমর্থকদের মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে উৎসাহিত করে তিনি বলেছিলেন, '... সেদিন স্টেটসম্যান, যুগান্তর, আনন্দবাজার, বসুমতী আমাদের বাঁচায়নি! সেদিন বাঁচিয়েছিল এই শহরের সাধারণ মানুষ, সেদিন বাঁচিয়েছিল গ্রামের গরিব মানুষগুলো। যেমন করে পাখি মা ঝড়ের বিরুদ্ধে তার ডানাগুলোকে বিস্তার করে বাচ্চাদের বাঁচিয়ে রাখে তেমনি করে দেশের মানুষ আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছিল। আমরা শুধু বেঁচে আছি নয়, বর্ধমান জেলায় বৃহৎ শক্তিতে পরিণত হয়েছি, নাড়া দিতে পেরেছি উপরতলায়। যারা এতদিন উপরের তলায় জালি-চুরি করেছেন, তাদের একটু কাঁপন ধরিয়ে দিতে পেরেছি! আজ নয় পুলিশের জুলুম হবে, অত্যাচার হবে। তা আজ আমাদের সহ্য করার অনেক ক্ষমতা বেড়েছে ...!'

দুঃখের কথা ২৩ জুলাই ১৯৭৪ সংগ্রামী মানুষটিকে মাত্র ৫৯ বছর বয়সে ভয়ংকর কর্কট রোগ আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

ত্রাণের দাবিতে জামলাপুরে বিডিও অফিসে বানভাসি মানুষের বিক্ষোভ ও পথ অবরোধ।

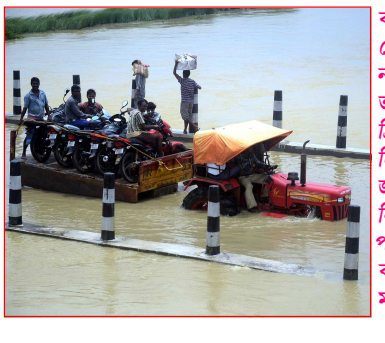

বর্ধমান-কাটোয়া রোডে খড়ি নদীর উপর ভাঙা নরজা ব্রিজের উপর দিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ট্রাক্টরে পারাপার করছেন মানুষ।

বিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্য

যে কোনো মূল্যে ম্যানগ্রোভ রক্ষা করতে হবে

ড. অসিতবরণ দে

ম্যানগ্রোভ কথার অর্থ লবণাম্বু। যে অঞ্চলের মাটিতে অম্বু অর্থাৎ জল লবণমিশ্রিত, সেই অঞ্চলকে বলে ম্যানগ্রোভ অঞ্চল, আর এই অঞ্চলের উদ্ভিদকে বলে ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ বা লবণাম্বু উদ্ভিদ। ম্যানগ্রোভের বিস্তৃতি যেহেতু সমুদ্রের উপকূলভাগ থেকে শুরু করে সমুদ্রের জলরাশির বেশ কিছুটা অংশ পর্যন্ত, তাই ম্যানগ্রোভ হল জলজ এবং স্থলজ দুরকম উদ্ভিদ আর প্রাণীরই আবাসস্থল। কাজেই ম্যানগ্রোভ অঞ্চলের জীববৈচিত্র্য যে অসাধারণ তা বলাই বাহুল্য।

মার্টা ভান্নুক্কি (Marta Vannucci) তাঁর 'The Mangrove and Us' বইতে লিখেছেন 'Mangrove' শব্দটি এসেছে Senegal-এর শব্দ 'Mangue' থেকে এবং এই শব্দটি পরে পর্তুগীজ ভাষাতেও 'Mangue' হিসেবেই অর্ন্তভুক্ত হয়েছে। তাই তাঁর মতে—অনেকে যে মনে করেন 'Mangue' একটি পর্তুগীজ শব্দ তা কিন্তু মোটেই ঠিক নয়। 'Mangue' শব্দটির সাথে পরে ইংরাজি শব্দ 'Grove' যুক্ত হয়ে ১৬১৩ খ্রিস্টাব্দে 'Mangrove' শব্দটির উদ্ভব হয়েছে।'Grove' কথার অর্থ 'a group of trees' বা 'an avenue of trees' অর্থাৎ 'তরুবীথি' বা 'কুঞ্জবন'।

প্রায় ১২ কোটি বছর আগে ইন্দোনেশিয়া-মালয়েশিয়া অঞ্চলে প্রথম ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদের উৎপত্তি হয়েছিল বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। এর কারণরূপে বলা হয়েছে—এই অঞ্চলেই ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদের বসতি সবচেয়ে ঘন আর ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদের বৈচিত্র্যও এখানে সবচেয়ে বেশি। ভাসতে পারে এমন বিভিন্ন ধরনের সব অঙ্গ উৎপন্ন হওয়ায় ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ এখান থেকে সমুদ্রপথে ছড়িয়ে পড়ে।

বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ দেখা যায় ৩০° উত্তর এবং ৩০° দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যবর্তী অঞ্চলে। সেখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১২৫০ মিলিমিটার ছাড়িয়ে যায়। ইউরোপ, সুমেরু এবং কুমেরু অঞ্চলে ম্যানগ্রোভ জন্মায় না।

পৃথিবীর মোট ম্যানগ্রোভের পরিমাণ ১,৭২,০০০ বর্গকিলোমিটার। এর মধ্যে ভারতে রয়েছে ৬,৭৪০ বর্গ কিলোমিটার। ভারতে ম্যানগ্রোভ রয়েছে সুন্দরবনে, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে, আর ভারতের পশ্চিম উপকূলে কচ্ছ থেকে কেরালা পর্যন্ত। ভারতের সমগ্র ম্যানগ্রোভের ৮০ শতাংশই রয়েছে সুন্দরবন এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে।

ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদের প্রজাতির সংখ্যা ১১০টি। কিন্তু সঠিকভাবে ম্যানগ্রোভ বলতে হলে এই সংখ্যাটা অনেক কম—মাত্র ৬৫। আমাদের দেশে এই সংখ্যাটা ৫৯। এদের মধ্যে রয়েছে সুন্দরী, গরাণ, গেঁওয়া, বায়েন, ধুঁদুল, কেওড়া ইত্যাদি। এছাড়া আছে গোলপাতা নামে এক ধরনের খর্বাকৃতি তালজাতীয় গাছ যা নোনা জলের ধারে জন্মায়।

ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ প্রতিকূল পরিবেশে বাস করে যেখানে মাটি অত্যন্ত লবণাক্ত। এছাড়া এই উদ্ভিদগুলোকে প্রতিমুহূর্তে সমুদ্রের ক্ষুব্ধ তরঙ্গ আর তীব্র ঝোড়ো হাওয়ার বেগ সামলাতে হয়। এইসব প্রতিকূলতার মোকাবিলা করতে হয় বলে ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদের মধ্যে এমন কিছু বহিরাকৃতিগত, অন্তর্গঠনগত এবং শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব হয়েছে যা শুধু এদের মধ্যেই দেখা যায়।

কিছু ম্যানগ্রোভের পাতায় বিশেষ ধরনের গ্রন্থি থাকে যাকে বলে লবণগ্রন্থি। এই অঞ্চলের উদ্ভিদগুলোকে যে লবণমিশ্রিত জল শোষণ করতে হয় এই গ্রন্থিগুলো তা থেকে বেশ কিছুটা লবণ বার করে দিতে পারে। ফলে এইসব উদ্ভিদের শরীরের ভিতরের পরিবেশ অনেকটাই লবণমুক্ত হয়ে যায়।

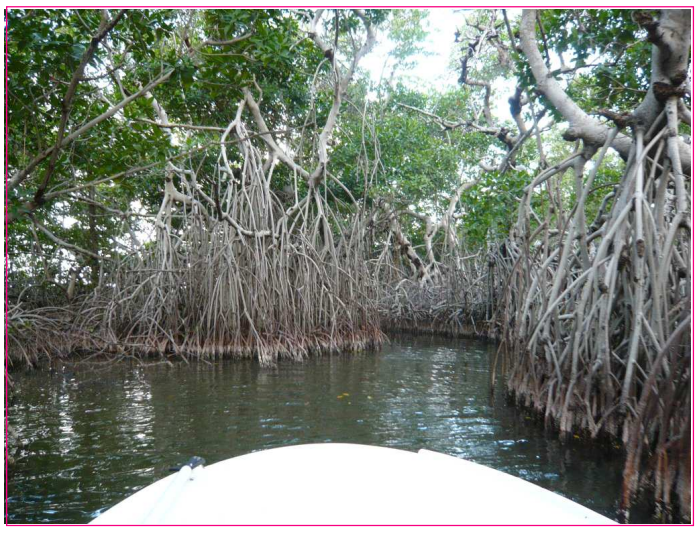

বেশ কিছু ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদের মূলগুলো অভিকর্ষের প্রভাবকে অস্বীকার করে এবং মাটি ভেদ করে উপরে উঠে আসে আর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এগুলো ২০-৩০ সেন্টিমিটার লম্বা হয় আর এতে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে। এই মূলগুলোকে বলে শ্বাসমূল। কারণ এই মূলের ছিদ্রের মাধ্যমে বাতাস মূলগুলোর ভিতরে ঢোকে আর তা পৌঁছে যায় মাটির ভিতরের মূলগুলোর কোষে কোষে— যেখানে মূলগুলোর শ্বাস নেওয়ার জন্য মাটিতে কোনো বাতাস নেই কারণ এই অঞ্চলের মাটি কর্দমাক্ত।

ম্যানগ্রোভের গহন অরণ্যে যখন প্রবল ঝঞ্ঝা এসে আছড়ে পড়ে তখন ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদেরা তাকে প্রতিহত করে দেয়। তাই প্রবল ঘূর্ণিঝড় 'সিডার' যখন ২০০৭ সালের নভেম্বর মাসে বাংলাদেশের দক্ষিণাংশে আঘাত হানল তখন সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ অরণ্য তাকে কঠোরভাবে প্রতিহত করেছিল। এর ফলে প্রবল ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে বাংলাদেশের জনগণ রক্ষা পেয়েছিলেন। অপরপক্ষে 'নার্গিস' নামের ঘূর্ণিঝড় যখন আছড়ে পড়লো মায়ানমারে, তখন তা সমস্ত লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছিল। কারণ মায়ানমারে ম্যানগ্রোভ অরণ্য নির্বিচারে ধ্বংস করা হয়েছে।

এই সমস্ত বিপর্যয় থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। অতীতে যেসব ভুল হয়েছে তার যাতে আর পুনরাবৃত্তি না হয় তা এখন আমাদের সুনিশ্চিত করতে হবে। যে পরিমাণ ম্যানগ্রোভ অরণ্য আজও পৃথিবীর বুকে টিকে আছে তাকে যে-কোনো মূল্যে আমাদের রক্ষা করতে হবে।

পেটের অসুখ

ডা. মৃণালকান্তি ঘোষ

পেটরোগা বাঙালি, সারা বছরই ভুগে থাকে। এই সময়টাতে একেবারে রমরমা ব্যাপার। বানবন্যা হলে তো কথাই নেই, পেটের অসুখের বর্ষাতেই পৌষমাস।

এই সময়টাতে অতিবৃষ্টিতে চারিদিকে জমা জলের মেলা। পুকুর, নদী, খাল-বিলের একদম সমোদম অবস্থা। পানীয় ও অপানীয় জলের স্বাভাবিক উৎসগুলো মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। কোথাও নর্দমার জল গিয়ে পড়ছে খাবার জলের কুয়োয়, কোথাও আবার অগভীর নলকূপের জলে গিয়ে মিশছে জমাজলের পাঁক।

বন্যা হলে তো কথাই নেই। চারিদিকে জল থৈ-থৈ, কিন্তু খাবার জলের হাহাকার। কূপ নলকূপ যায় ডুবে। এর উপর বন্যাজনিত দূষণ। জলের

তোড়ে ভেসে আসা মৃত মানুষ থেকে গবাদি পশুর দল পরিস্থিতিকে আরো ঘোরালো করে তোলে। এই ঘোরালো পরিস্থিতি চলতে থাকে বন্যার জল নেমে যাওয়ার পরও। একদিকে দুমুঠো চালের বন্দোবস্ত করতে লোকে হিমশিম খায়, অন্যদিকে ভাতকে পেটে ধরে রাখতে লোকে নাকাল হয়।

পেটের রোগের লক্ষণ-টক্ষণ আমাদের বিলক্ষণ পরিচিত। হর-হামেশা আমাশায় ভুগে থাকি। পেটে মোচড়, সঙ্গে হাফ থেকে ফুল পাতলা পায়খানা। সেসবের বেগ ও প্রকোপ এ সময় বাড়ে, বারে বারে বাহ্যি যেতে হয়। বমির প্রকোপ তেমন থাকে না।

শরৎচন্দ্রীয় কলেরা বা ভেদবমি এখন আর তেমন দেখা যায় না। এক সময় গাঙ্গেয় বাংলা ছিল কলেরার মূল রঙ্গভূমি। ফি বছর কলেরায় মড়ক ফ্রি। এখন তেমনটা না হলেও মাঝেমধ্যে ক্ষেত্রবিশেষে প্রাদুর্ভাব ঘটে।

এক-দুজনের পেটের গোলযোগ তো বছরভর লেগেই থাকে। কোনো একটা জায়গায় কোনো রোগের প্রকোপ স্বাভাবিকের থেকে বেশি হলেই তা মহামারী আকার ধারণ করতে পারে। বিশেষ করে বানবন্যার পরে। তখন এটা একটা জনস্বাস্থ্যগত সমস্যা হিসাবে উঠে আসে।

পেটের অসুখ মূলত সংক্রামক অসুখের তালিকায় পড়ে। ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া অথবা প্রোটজোয়া সাধারণভাবে এটা ঘটায়। ভাইরাসজনিত পেটের অসুখ বছরভর হতে পারে। প্রোটজোয়াজনিত বিশেষ করে এ্যামিবা-জনিত এ্যামিবায়োসিস বা আমাশা তো বলতে গেলে গড়পড়তা আম বাঙালির জাতীয় অসুখ। পেটে মোচড় সঙ্গে দৈনিক দু-চার পশলা পেট হড়কানো—এটা বাঙালিয়ানার পূর্বশর্ত।

তবে ব্যাকটেরিয়াঘটিতরা আসেন কালেভদ্রে।

বানবন্যার পর সাধারণভাবে ব্যাকটেরিয়াজনিত পেটের অসুখই বেশি হয়ে থাকে। মূলতঃ এর অসুখগুলোর জীবাণু হয় জলবাহিত। অনেক সময় খাবার-দাবার বিশেষ করে অসিদ্ধ, যেমন স্যালাড বা ফল-পাকড়ের হাত ধরেই এরা আমাদের শরীরে জায়গা করে নেয়। এরপর সময় সুযোগ অর্থাৎ কিনা আমাদের ইমিউনিটির সাথে যুদ্ধে জয়লাভ করলেই কেল্লা ফতে।

সব সময়ই প্রতিকারের থেকে প্রতিরোধ ভালো, এ ক্ষেত্রেও তাই। প্রতিরোধের আবার অনেকগুলো পর্যায় আছে। আদতে তা দু-প্রকারের—সামাজিক স্তরে এবং ব্যক্তিগত স্তরে প্রতিরোধ।

বিশুদ্ধ পানীয় জল ব্যবহার করা, রাস্তার কাটাফল, রেস্টুরেন্টের স্যালাড বর্জন করা, বাড়ির স্যালাড ভালো করে পরিষ্কার করা কিংবা খাবার আগে হাত ধোয়া—এগুলো ব্যক্তিস্তরে রোগ প্রতিরোধের উদ্যোগ হতে পারে। সঠিক পানীয় জল সরবরাহ কিংবা পাড়ার নালিনিকাশি পরিষ্কার রাখাও তো রাষ্ট্রের দায়িত্ব বলে হাত ধুয়ে ফেললে চলবে না। পঞ্চায়েত পুরসভা সঠিক ভাবে পানীয় জল সরবরাহ করছে কি-না অথবা বর্ষায় পাড়ার নালিনিকাশির হাল তদারকি—তাও আপনার নাগরিক সচেতনতার অঙ্গ। কলেরার মতো মারাত্মক অসুখের জীবাণুর আবিষ্কার কিন্তু এ ধরনের নাগরিক সচেতনতার হাত ধরেই সম্ভব হয়েছিল।

প্রতিকারী চিকিৎসার আলোচনার পরিসর এটা নয়। মনে রাখা উচিৎ এ ধরনের অসুখে মৃত্যুর হার নগণ্য হলেও ভোগান্তি কিন্তু অগণ্য। ডিহাইড্রেশন বা শরীরের জল শুকিয়ে যাওয়া এবং তার সাথে শরীরের লবণ বেরিয়ে যাওয়াটাই এ ধরনের অসুখে মূল সমস্যা। যে কোনো মূল্যেই তা রুখতে হবে, নচেৎ মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। চিকিৎসকের পরামর্শমত চলা এবং বারেবারে ও আর এস খাওয়া—সে ঘরে তৈরি অথবা উপযুক্ত ফর্মুলার (ওয়ার্ল্ড হেল্‌থ অরগানাইজেশন নির্দেশিত) যাই হোক না কেন।

সবজি চাষির আত্মহত্যা : বাজারে সবজির দাম আকাশছোঁয়া

কিশোর মাকর

পশ্চিমবঙ্গের শস্যগোলা বর্ধমান জেলার বেশি অংশ কৃষিজমি এবং সবজি চাষ জলের তলায়। জল নামলে হয়তো কিছু জমি পুনরায় চাষ করা যাবে। কিন্তু কোনো আশা নেই সবজি চাষির। সেই হতাশা থেকেই আত্মঘাতী হলেন এক সবজি চাষি। জামালপুর ব্লকের হরগোবিন্দপুর গ্রামের সুশান্ত রুইদাস (৪৮) আত্মঘাতী হলেন ৩ আগস্ট। আলুচাষে লোকসানের পর এবার প্রচণ্ড গরমে ৬ বিঘা জমি ভাগে চাষ করে পটল, ঝিঙে, ভেরেন্ডি, কুমরো চাষ করেন। প্রত্যেক জমির মালিককে আগেভাগেই ভাগের পয়সা মিটিয়ে দেন। ফলে ধারও করতে হয় আত্মঘাতী চাষিকে। ভাল ফলনও শুরু হয়। আষাঢ় মাসের প্রথম নিম্নচাপে সামান্য ক্ষতি হলেও আবার ফলন শুরু হয়। এবার দ্বিতীয় নিম্নচাপের বৃষ্টিতে ৬ বিঘা জমিই জলের তলায়। বাঁচানোর আর কোনো উপায় না দেখে ঋণগ্রস্ত চাষি কীটনাশক খেয়ে নেন। আত্মঘাতী চাষির পুত্র প্রসেনজিৎ রুইদাস বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে জানালেন মাঠভরা ফসল জলের তলায় চলে যাওয়া সদ্যোজাত শিশুমৃত্যুর সামিল। বাজারে দেনাও হয়ে যায়। বাড়িতে জল। জমিতে জল। মাথা ঠিক রাখতে না পেরে জমিতে দেওয়া কীটনাশক খেয়ে নেন।

এদিকে যে সবজির জন্য চাষি মৃত্যুকে বেছে নিচ্ছে, সেই সবজি বাজারে বিকোচ্ছে আকাশছোঁয়া দামে। চাষি দাম না পেলেও বাজার থেকে ক্রেতাকে যে দামে কিনতে হচ্ছে তা ধরাছোয়ার বাইরে।

আজকের বাজারদরে চোখ বোলালেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে।

	জলের আগে	জলের পরে
১। আলু	৭ টাকা	১১ টাকা
২। পেঁয়াজ	১৮ টাকা	৫০ টাকা
৩। পটল	২০ টাকা	৪০ টাকা
৪। ঝিঙে	১০ টাকা	৫০ টাকা
৫। চিচিঙ্গা	২০ টাকা	৪০ টাকা
৬। কাঁকরোল	৩০ টাকা	৫০ টাকা
৭। ভেড়েন্ডি	২০ টাকা	৬০ টাকা
৮। বরবটি	২০ টাকা	৬০ টাকা
৯। বেগুন	২০ টাকা	৬০ টাকা
১০। কুমড়ো	৮ টাকা	২০ টাকা
১১। লংকা	৫০ টাকা	১০০ টাকা
১২। উচ্ছে	৩০ টাকা	৬০ টাকা
১৩। শাক	১০ টাকা	৪০ টাকা
১৪। আদা	৮০ টাকা	১৩৫ টাকা

ফুঁসছে কৃষক, জোট বাঁধছে ১০ আগস্ট নবান্ন যাওয়ার

ধান, পাট, আলুর পর ভুট্টাতেও লাভ হল না কৃষকদের

আলেক শেখ, কালনা : অভাগা যেদিকে চায় সাগর শুকায়ে যায়। এই অবস্থা হয়েছে এখনকার কৃষকদের। ধান, পাট, আলুর পর এবার ভুট্টা চাষেও লাভ পেলেন না কৃষকরা। রাজ্যে পরিবর্তনের সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর যে-কোনো চাষে লোকসান যেন পিছু ছাড়ছে না। অথচ এরাজ্যে বামফ্রন্টের থেকেও ভালো কিছু করার প্রতিশ্রুতি দিয়েই ক্ষমতায় এসেছিলো পরিবর্তনের সরকার। কিষাণমাণ্ডি তৈরি হচ্ছে কোটি কোটি টাকা খরচ করে। তা কৃষকের কাজে লাগছে না। তার জবাব চাইতে আগামী ১০ আগস্ট নবান্ন অভিযানের জন্য প্রস্তুতি চলছে সারা বাংলা জুড়ে। সেই প্রস্তুতি থেকে বিরত নেই কালনার কৃষকরাও।

ভাগীরথী নদী বর্ধমান জেলার পূর্বপ্রান্ত বরাবর উত্তর-দক্ষিণ হয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এই নদীর পূর্ব পাড়ে নদীয়া জেলা এবং পশ্চিম পাড়ে বর্ধমান জেলার বিস্তীর্ণ জমি খুবই উর্বর। কারণ এই জমি নদী বিধৌত হওয়ায় প্রতি বছর নদীর উর্বর পলি জমে। চাষের পক্ষে এই পলি মাটি অনুকূল হওয়ায় ব্যাপক ফসল ফলে। কিন্তু প্রকৃতির খামখেয়ালিপনায় ভাগীরথী নদীতে বন্যা দেখা দিলে ধান ও পাটের ব্যাপক ক্ষতিও হয়। কৃষকরা সেই ক্ষতির হাত থেকে বাঁচতে ধান ও পাটের বিকল্প হিসাবে বর্ষা মরশুমে ভুট্টা চাষ করে থাকেন। কারণ ভুট্টা গাছ আখের মতো লম্বা হওয়ায় ছোটখাটো বন্যায় কোনো ক্ষতি হয় না। জমিতে জল জমে গেলেও ভুট্টা গাছ বা ফসলের কোনো ক্ষতি হয় না। আর তাছাড়া ধান ও পাটের অনেক আগেই ভুট্টা উঠে যায়। আমন চাষ করার আগে কৃষকদের হাতে পয়সা এসে যায়। মহাজন বা ব্যাঙ্কের কাছে হাত পাততে হয় না। আর তাছাড়া এই চাষে পাট ও ধানের তুলনায় খরচও কম। হ্যাপাও নেই বললেই চলে। কারণ ধান কেটে, বেঁধে, মাঠ থেকে বয়ে নিয়ে গিয়ে খামাড়জাত করতে হয়। পাট কেটে-বেঁধে মাঠ থেকে জলাশয়ে বয়ে নিয়ে গিয়ে জাঁক দিতে হয়। পাট পচে যাওয়ার পর ছাড়িয়ে শুকানোর পর তবে বাজারজাত করতে হয়। অর্থাৎ দুটি ক্ষেত্রেই উৎপাদনব্যয় খুবই বেশি। অন্যদিকে ভুট্টা গাছে পেকে যাওয়ার পর মাঠেতেই খরিদ্দার চলে আসে। গাছেতেই ভুট্টার দাম করে নিয়ে খরিদ্দাররাই ভুট্টা ভেঙে নিয়ে বাজারজাত করে। কৃষকদের শুধু উৎপাদন করেই দায়িত্ব শেষ। বাজারজাত করার জন্য কৃষকদের কোনো বাড়তি দায়িত্ব নিতে হয় না। ফলে ধান বা আউশ ধানের থেকে ভুট্টায় অধিক লাভ হয়। কিন্তু এবার ভুট্টা চাষে লাভ পেলেন না কৃষকরা। কালনা শহর থেকে এস টি কে কে সড়ক ধরে নান্দাই-এর ব্রিজে ওঠার আগে বাম দিকে একটা পাকা সড়ক মেদগাছি, সহজপুরের দিকে চলে গেছে। এই পাকা সড়ক ধরে গুরজোয়ানী নদীর ব্রিজ পেড়িয়ে পৌঁছানো যায় পারদুপাস গ্রামে। এই গ্রামের পর থেকেই ভুট্টা ভেঙে নেওয়ার পর সেখানে আমন ধানের বীজ রোপণ করা হবে। তাই মাঠ জুড়েই ভুট্টা ভাঙার ব্যস্ততা। কৃষকরা জানান প্রতি বছর এক বিঘা জমির ভুট্টা বিক্রি হয় আট থেকে দশ হাজার টাকায়। এবার তা কমে হয়েছে আড়াই থেকে তিন হাজার টাকা। ভুট্টাতেও লাভ হলো না বলে জানান ক্ষুব্ধ কৃষকরা। তাঁরা জানান ১০ আগস্ট নবান্ন অভিযানে অংশগ্রহণ করে জানতে চাইবে— কেন এই লোকসান? আগে তো হতো না!

সরকারি ত্রাণ অপ্রতুল

—প্রথম পাতার পর

পরিস্থিতি আরও উদ্বেগজনক হয়েছে। মূলত অজয় নদের ক্যাচমেন্ট এলাকায় প্রবল বর্ষণের ফলে এই নদটি বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে। এর শাখা-প্রশাখা নদীগুলি এমনিতেই উত্তাল ফলে অজয়ের বাড়তি জল এই সমগ্র অঞ্চলে জলস্ফিতি বাড়াচ্ছেগ্ন. মঙ্গলকোটে পশ্চিম অঞ্চল গুসকরা শহর ও আউশগ্রামে ১ গ্রামগুলিতে জল বেড়েছে। আউশগ্রাম-১ ব্লক, গুসকরা-২, দিগনগর, উত্তরের প্রতিটি গ্রামই জলমগ্ন। গুসকরা শহরের ৮,৯,১০,১১,১৪,১৫ ও ১৬ নং ওয়ার্ড বাদে ৯টি ওয়ার্ডেই এখন জলে ডুবে আছে। বাড়ি ঘরও ভেঙে পড়েছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ত্রাণ নিয়েও তীব্র ক্ষোভ রয়েছে। আউশগ্রাম থানা এলাকাতেই প্রায় ৩ হাজার বাড়ি ভেঙে গেছে অথবা ভীষণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মঙ্গলকোটের কুনুর তীরবর্তী গ্রামগুলি জলের তলায়। সুপুর, দিগফোয়া, মল্লিকপুর, সরুলিয়া, বালিডাঙা, পিলসোয়া, কোটালঘোষ প্রভৃতি গ্রামে দুর্দশা চরমে। মাঠের ধান, বীজতলা, সবজী ফসল এখন সব জলের তলায়।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১। ১৭৭৫ সালের ৫ আগস্ট, খিদিপুর কুলিবাজারের তেমাথায়; ২। নরওয়ে থেকে, ১৮০২ সালের ৫ আগস্ট, নরওয়ের ফিণ্ডোতে জন্ম; ৩। ১৮৮৯ সালের ৫ আগস্ট, বাংলাদেশের চট্টগ্রামের সন্দীপের মুসাপুরে, মৃত্যু - ১৮-১২-১৯৭৩; ৪। ১৯১৫ সালের ৫ আগস্ট, বর্ধমান জেলার রায়না থানার কামার গড়িয়ায়, মৃত্যু ২৩-০৭-১৯৭৪; ৫। ১৮৯৫ সালের ৫ আগস্ট, জন্ম ২৮-১১-১৮২০; ৬। মহাকাশচারী নীল আর্মস্ট্রং, জন্ম ১৯৩০ সালের ৫ আগস্ট, মৃত্যু - ২৫-০৮-২০১২; ৭। ১৮৫০ সালের ৫ আগস্ট, মৃত্যু ৬-৭-১৮৯৩; ৮। ১৯৮১ সালে ৫ আগস্ট, কলকাতা; ৯। ২০১০ সালের ৫ আগস্ট; ১০। ১৯০৫ সালের ৫ আগস্ট, লর্ড কার্জন; ১১। ১৮৮২ সালের ৫ আগস্ট; ১২। ১৯৬০ সালের ৫ আগস্ট, আফ্রিকা মহাদেশে, রাজধানী ওয়াগাদুগু।

নাট্য মুখপত্র-এর ১০০০তম সংখ্যা

নিজস্ব সংবাদদাতা : ‘নাট্য মুখপত্র’-এর হাজারতম সংখ্যা প্রকাশিত হতে চলেছে আগামী ১৩ আগস্ট। বিগত ২০ বছর ধরে নাট্য বিষয়ক এই পত্রিকা প্রকাশ করে চলেছে নটধা নাট্যগোষ্ঠী হাওড়া থেকে। রঙ-বেরঙে ছাপা এই পত্রিকাটি। শুধুমাত্র নাট্য বিষয়ক এই পত্রিকাটি পাঠক মহলে সমাদৃত। পত্রিকার ১০০০তম সংখ্যা প্রকাশনা উপলক্ষ্যে ১৩ আগস্ট এ্যাকাডেমির সামনে জীবনানন্দ সভাগৃহে সন্ধ্যা ৬টায় এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে ‘নটধা’।

ত্রাণে মহিলা নেত্রী

—প্রথম পাতার পর

করেন। সেই সময় উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য পলাশ মণ্ডল। তিনি অঞ্জু করের পাশে দাঁড়িয়ে বিস্কুট বিলি করাতে হাতও লাগান। পরে ত্রাণ শিবির থেকে বেরিয়ে জলমগ্ন ভুরকুণ্ডা গ্রামে ঘুরে বিভিন্ন মানুষের সাথে কথাও বলেন। তাদের সুবিধা-অসুবিধার কথা জিজ্ঞাসা করেন। পরে তিনি যান সন্তোষপুর গ্রামে। বন্যার্ত মানুষের সাথে কথা বলেন।

ধানের জমি জলের তলায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৩ আগস্ট : টানা কোথাও এক সপ্তাহ আবার কোথাও দশ দিন রোয়া ধানের জমি জলের তলায়। আর এতেই সমস্যায় পড়েছেন বর্ধমান জেলার কৃষকরা। জেলায় জামালপুর, মেমারি, আউশগ্রাম, কেতুগ্রাম, ভাতাড়, মঙ্গলকোট, কালনা, কাটোয়া এবং পূর্বস্থলীর বিস্তীর্ণ এলাকায় আমন ধানের জমি জলের তলায়। জলের তলায় বীজতলাও। ইতিমধ্যেই জেলার ৭৫ শতাংশ ধান রোয়ার কাজ হয়ে গিয়েছিল। ফলে চাষিরা গভীর সমস্যায়। কারণ একটানা জমিতে জল থাকায় সদ্য রোয়া ধানের চারা নষ্ট বা পচে যাচ্ছে। বীজতলাও শেষ। কারণ বীজতলার চারা ধান তুলে জমিতে রোয়ানো হয়েছে। সেই ক্ষেত্রে নতুন করে আর জমিতে ধান রোয়া সম্ভব নয় কোনো ভাবেই। এই বিষয়ে জেলার কৃষি আধিকারিক জানান, এখন পর্যন্ত ক্ষতি বা রোয়া জমি নষ্টের পরিমাণের হিসাব পাওয়া যায়নি।

প্রথম চেস প্রিমিয়ার লিগ বর্ধমানে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৮ জুলাই : সর্বভারতীয় স্তরে এই প্রথম বর্ধমান শহরে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে চেস ফেস্টিভ্যাল। এদিন বর্ধমান লায়ন্স ক্লাব সভাকক্ষে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ফেস্টিভ্যালের আয়োজক ‘চেস ক্লাব অফ বর্ধমানের সম্পাদক অনির্বাণ হাজরা জানান একথা। আগামী ১৪ আগস্ট থেকে ১৭ আগস্ট পর্যন্ত বর্ধমান পুরসভার দক্ষিণায়ন বিয়েবাড়িতে প্রথম দাবা উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। একই সাথে বর্ধমান পুরসভার ১৫০তম বর্ষ উদযাপনের শুভ সূচনা হবে।

এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন চেস ক্লাব অফ বর্ধমানের অন্যতম কর্মকর্তা তথা বর্ধমান পুরসভার সচিব জয়রঞ্জন সেন, রাজ্য দাবা সংগঠনের সচিব অতুনু লাহিড়ি, গ্লোবাল চেস ফাউণ্ডেশনের ডিরেক্টর অন্তরীপ রায়, সুজয় পাল প্রমুখ।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এক পাটচাষির মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ১ আগস্ট : বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এক পাটচাষির মর্মান্তিক মৃত্যু হল পূবস্থলীতে।

পূর্বস্থলী-২নং ব্লকের পীলা গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্রীরামপুর গ্রামে পাট চাষি আজ সকাল ৮টা নাগাদ বিলের জল থেকে পচাতে দেওয়া পাট গাছগুলি তুলে মাথায় করে আনার সময় বিলের উপর দিয়ে খুব নিচু দিয়ে ঝুলে থাকা হাইটেনশন লাইনে পাট গাছগুলি ঠেকে যায়। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে বিলের জলে লুটিয়ে পড়েন। পুলিশ সূত্রে জানা যায় মৃতের নাম রতন পাল, বয়স ৪০। শ্রীরামপুর গ্রামে তার বাড়ি। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পুলিশ কালনা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়।

বানের জলে মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৩১ জুলাই, কালনা : আজ সকালে বাঘাডাঙা গ্রামের কাছে বাঁকা নদীতে উদ্ধার হয়েছে গৌতম বাগ (৩২) নামের এক ব্যক্তির মৃতদেহ। মৃতের বাড়ি মন্তেশ্বর থানার আমাটিয়া গ্রামে। বিধায়ক চৌধুরী মহম্মদ হেদায়েতুল্লাহ জানান, ৩০ জুলাই নৌকায় করে বাঁকা নদী পারাপার করার সময় তিনি জলে পড়ে যান।

নাম/পদবী পরিবর্তন

● আমি লিপিকা দেয়াসী, পিতা - সুবোধ কুমার দেয়াসী, স্বামী - কার্ত্তিক চন্দ্র দে, ইছলাবাদ, ঘোষপাড়া, পোঃ - শ্রীপল্লী, বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ২৭ জুলাই, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, W.B.B.S.E এ্যাডমিটকার্ডে ও প্যানকার্ডে আমার নাম লিপিকা দেয়াসী, পিতা - সুবোধ কুমার দে লিপিবদ্ধ আছে। ভোটার কার্ডে আমার নাম লিপিকা দেয়াসী (দে), স্বামী - কার্ত্তিক চন্দ্র দে, আধার কার্ডে লিপিকা দেয়াসী দে, স্বামী - কার্ত্তিক চন্দ্র দে এবং রেশন কার্ডে লিপিকা (দে) দেয়াসী, স্বামী - কার্ত্তিক চন্দ্র দে লিপিবদ্ধ আছে। লিপিকা দে, লিপিকা দেয়াসী, লিপিকা দেয়াসী (দে), লিপিকা দেয়াসী দে এবং লিপিকা (দে) দেয়াসী এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি NEIK MOHAMMAD ANSARI পিতা - হাতেম আনসারি, মাঝেরপাড়া, বড়শুল, পোঃ - শক্তিগড়, জেলা - বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ৩ আগস্ট, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার প্রকৃত নাম NEIK MOHAMMAD ANSARI এবং আমার পুত্রের প্রকৃত নাম HAKIM ANSARI যা জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত যথাক্রমে SK. NEK MAHAMMAD এবং SK. HAKIM নথিভুক্ত হয়েছে। NEIK MOHAMMAD ANSARI ও SK. NEK MAHAMMAD এক ও অভিন্ন ব্যক্তি এবং HAKIM ANSARI ও SK. HAKIM এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি তাপস কুমার চক্রবর্তী, পিতা - প্রয়াত অনন্ত কুমার চক্রবর্তী, ৭নং হাতিপুকুর লেন, বড়বাজার, পোঃ - রাজবাটি, জেলা - বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ৩০ জুলাই, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার পুত্রের প্রকৃত নাম SUBHOJYOTI CHAKRABORTY য়া তার জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত SUBHAJYOTI CHAKRABORTY নথিভুক্ত হয়েছে। SUBHOJYOTI CHAKRABORTY এবং SUBHAJYOTI CHAKRABORTY এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

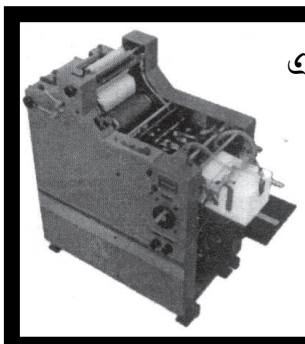

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

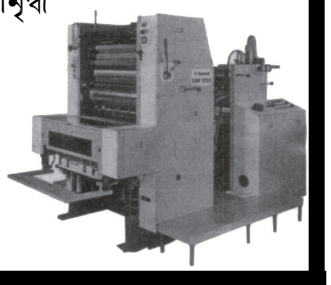

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩, ফোন : ২৫৫১৪৫৮। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ১ টাকা